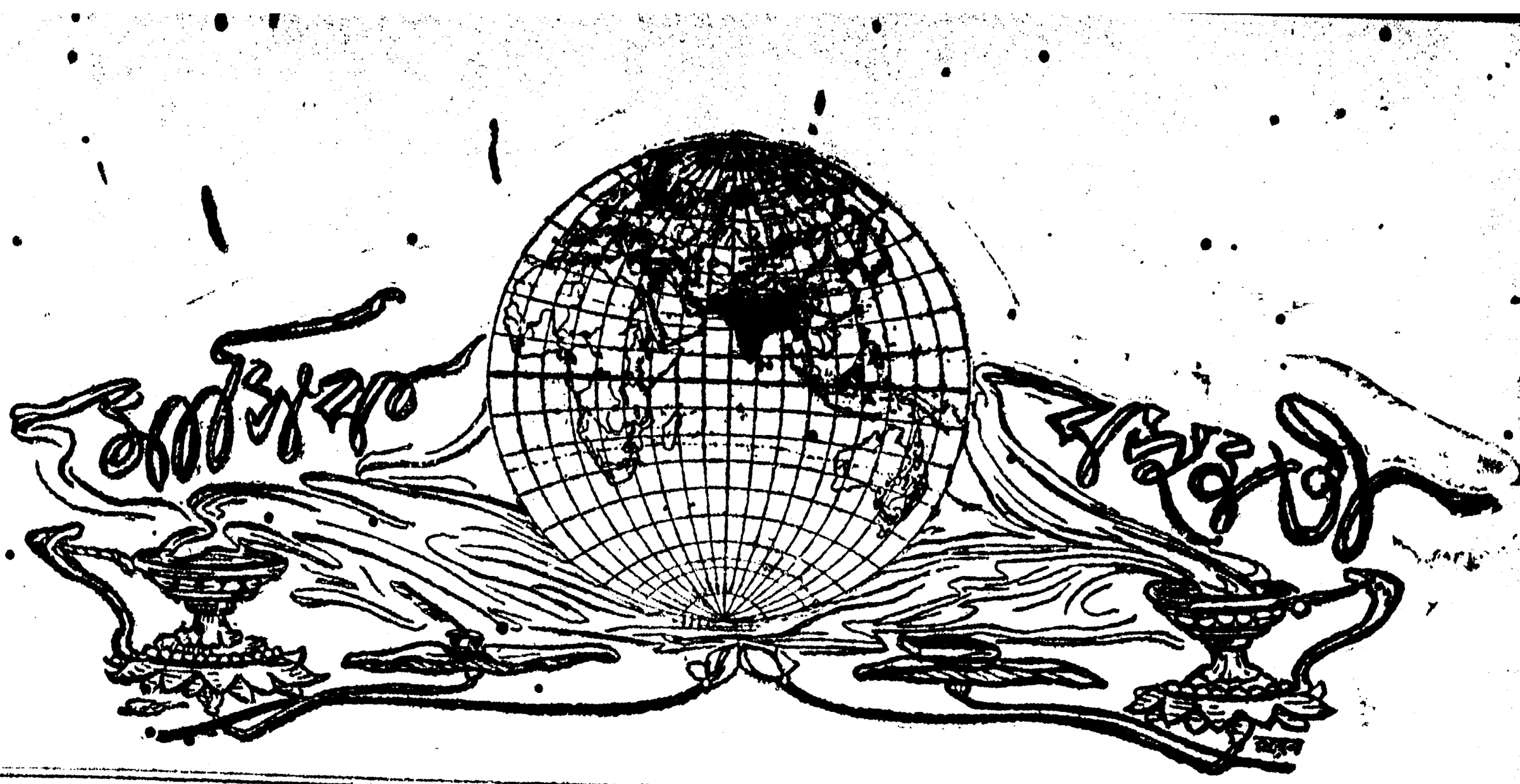

১ম বর্ষ } দ্বিতীয় * কার্ত্তিক, ১৩২৯ * খণ্ড { ১ম সংখ্যা

চতুরাশ্রমের প্রাচীনত্ব।

হিন্দুর জীবন কতকাল পূর্ব্বে চতুরাশ্রমে বিভক্ত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক ডয়সেন বলেন,—প্রাচীনতর উপনিষদ্‌গুলির আলোচনা করিলে জানা যায় যে,তৎকালে চতুরাশ্রম-কল্পনার প্রারম্ভ মাত্র হইয়াছিল। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৮,১৫) কেবল 'ব্রহ্মচারী' ও 'গৃহস্থের' উল্লেখ পাওয়া যায়; ঐ গ্রন্থেই এক স্থলে (২,২৩,১) তপস্যাও ধর্ম্মের একটি অঙ্গরূপে উল্লিখিত হইয়াছে এবং বৃহদারণ্যকে (৪,৪,২২) অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও তপস্যার অনুষ্ঠাতা ভিন্ন 'মুনি' বা 'প্রব্রাজির' নামও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তখনও ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও তপশ্চরণের মধ্যে কোনরূপ ক্রমিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই; এবং তাহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না (Phil. of the Up. pp. 367-68)। বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ রিজ্‌ডেভিড্‌সের মতে বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী কালে এমন কি 'পিটক' সঙ্কলনেরও পরে আশ্রমের প্রবর্ত্তন হইয়াছে; কারণ, 'পিটক' গ্রন্থে চতুরাশ্রমের কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, 'প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে চারিটি আশ্রমের নাম পর্য্যন্ত দেখা যায় না। 'ব্রহ্মচারী' কথাটি বহুস্থলে বিদ্যার্থীর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দুই তিন স্থলে 'যতি' শব্দও সন্ন্যাসী অর্থে পাওয়া যায়; কিন্তু 'গৃহস্থ', 'বানপ্রস্থ' এবং 'ভিক্ষু' এই তিনটি শব্দের উল্লেখ নাই। তিনি গৌতম ও আপস্তম্ব ধর্ম্ম-সূত্রেই চতুরাশ্রমের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাইয়াছেন, কিন্তু তখনও ইহার ক্রম ও বিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত হয় নাই। আরও পরবর্ত্তী কালে বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে আশ্রম-নিয়ম স্থির-ভাবে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে (Dialogues of the Buddha, pp. 212—13)। কিন্তু বিখ্যাত পণ্ডিত জেকবি তাঁহার জৈন সূত্রের অনুবাদের ভূমিকায় (S. B. E. xxii, p. xxix) স্বীকার করিয়াছেন যে, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেও হিন্দুর আশ্রম-বিভাগ বর্ত্তমান ছিল।

আমরাও জেকবির মত সমর্থন করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, প্রাচীনতম উপনিষদের সময়েই আশ্রম-বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহার পূর্ব্ব হইতেই চারি আশ্রমের ক্রমিক সম্বন্ধও স্থির ছিল।

চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, বিদ্যাভ্যাস, সংসারধর্ম্ম-পালন ও সংসার-ত্যাগের কল্পনা হইতেই হিন্দুর আশ্রম-ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। 'আশ্রম' নামটি প্রচলিত না থাকিলেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে, আর্য্য সমাজে বিদ্যার্থী, সংসারী এবং সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসী বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীনতম বৈদিক গ্রন্থেই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, মুনি ও যতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, মুনিধর্ম্ম ও যতিধর্ম্মের মধ্যে তখনও কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল